প্রথম আলো

তারিখ ... 18 MAY ২০০৭
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ......

বাউবি ক্যাম্পাসে রাতেই ভেঙে ফেলা হলো মুক্তিযুদ্ধের ম্যুরাল

গাজীপুর প্রতিনিধি ●

গাজীপুরে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি) ক্যাম্পাসে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ম্যুরালটি ভেঙে ফেলেছে কর্তৃপক্ষ। গত শনিবার রাতে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় বিএনপির নেতারা অভিযোগ করেছেন, ম্যুরালটির যে অংশে জিয়াউর রহমান ও বেগম খালেদা জিয়ার ছবি ছিল, সেগুলো বেছে বেছে নষ্ট করা হয়েছে।

তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মো. মঞ্জুর ই খোদা তরফদার জানান, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগ ওঠায় বোর্ড অব গভর্নেন্সের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ম্যুরাল ভাঙা হয়েছে। এখানে ভাস্কর আবদুর রাজ্জাকের পরিকল্পিত নকশা অনুযায়ী মূল ম্যুরাল প্রতিস্থাপন করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও পুলিশ সূত্র জানায়, গত শনিবার রাত ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকের কাছে স্থাপিত ম্যুরালের পাথর হাতুড়ি, বাটাল ও খুন্তি দিয়ে ১০-১২ জন লোক ভাঙতে শুরু করে। তারা জাতীয় স্মৃতিসৌধ, জাতীয় ফুল শাপলা, বন্দুকের বেয়নেটে বাঁধা জাতীয় পতাকা, সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা ও মেহনতি শ্রমিকের প্রতিকৃতি অক্ষত রেখে বাকি অংশগুলোর পাথর উপড়ে ফেলে। ওই সব অংশে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রতিকৃতি ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিযুক্ত শ্রমিকেরা ম্যুরালের দুটি উদ্বোধনী ফলকও ভাঙেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গতকাল রোববার বিকেলে ম্যুরালটি বুলডোজার দিয়ে ভাঙার কাজ শুরু হয়।

দলীয় দুই নেতার ছবি ভাঙার প্রতিবাদে গতকাল রোববার সকালে বিএনপি গাজীপুর শহরে বিক্ষোভ মিছিল করে। এ পরিস্থিতিতে ক্যাম্পাস ও আশপাশে পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

রাতে ম্যুরাল ভাঙার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বলেন, শনিবার বিকেলে বোর্ড অব গভর্নেন্সের সিদ্ধান্ত হয়। ফলে কাজ শুরু করতে রাত হয়ে যায়। বেছে বেছে প্রতিকৃতি ভাঙার অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শ্রমিকেরা করেছেন। আগে পরে ভাঙা বড় কথা নয়—গোটা ম্যুরালটি ভেঙে মূলটি প্রতিস্থাপন করা হবে।

রেজিস্ট্রার মো. মঞ্জুর ই খোদা তরফদার বলেন, ম্যুরালটিতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি করা হয়েছে—এমন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ গত জানুয়ারিতে তদন্ত কমিটি করে। ওই কমিটি অভিযোগের সত্যতা পায়। এরপর বোর্ড অব গভর্নেন্সের সভায় আবদুর রাজ্জাকের নকশা করা মূল ভাস্কর্য পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়।